পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহ্‌মদী

সম্পাদক :— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্য্যায়ের ২৭শ বর্ষ : ৯ম সংখ্যা

১৫ই আশ্বিন, ১৩৮০ বাং : ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩, ইং : ২রা রমযান ১৩৯৩ হিজরী কামরী

বার্ষিক চাঁদা : বাংলাদেশ ও ভারত : ১০.০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ১ পাউণ্ড

সূচীপত্র

আহমদী

২৭শ বর্ষ
৯ম সংখ্যা

বিষয়	পৃষ্ঠা	লেখক
o সূরা এখলাসের সংক্ষিপ্ত তফসীর (তফসীর কবীর অবলম্বনে)	১	অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ
o হাদীস শরীফ : রমযানের রোযা	৩	" : মৌঃ মোহাম্মদ
o অমৃতবাণী : রোযা-তত্ত্ব	৫	হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ মোহাম্মাদ
o খতমে নবুওতের মোকাম (পূর্বপ্রকাশিতের পর)	৬	হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার
o 'হুকুকুল্লাহ ও হুকুকুল- এবাদ' এর হৃদয়গ্রাহী ব্যাখ্যা	১১	হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ
o খুদ্দামের প্রতি শুভেচ্ছাবাণী	১৯	মোহতারম আমীর বাঃ আঃ
o সংবাদ :	২২	
o মাহে রমযানের কর্তব্য	২৩	

ভুল সংশোধন

১১ পৃষ্ঠায় শিরনামায় ২য় লাইনে 'ব্যাখ্যা' হইবে এবং কভার পেজের শেষ পাতায় 30th September হইবে।

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده ونصلي على رسوله الكريم
وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায়ের ২৭শ বর্ষ ঃ ৯ম সংখ্যা ঃ
১৫ই আশ্বিন, ১৩৮০ বাং ঃ ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩ ইং ঃ ৩০শে তবুক, ১৩৫২ হিজরী শামসী ঃ

॥ সংক্ষিপ্ত তফসীর ॥

'হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ) প্রণীত তফসীর কবীর অবলম্বনে'

সূরা এখলাস

অনুবাদ ঃ **মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ**

(পূর্বপ্রকাশিতের পর—৩)

لم يلد و لم يولد ঃ—পূর্বোক্ত আয়াত সম্বন্ধে এই প্রশ্ন উঠিতে পারিত যে, যদিও সকলেই আল্লাহ্ তায়ালার মুখাপেক্ষী, তথাপি ইহা কি সম্ভব নয় যে, কোন এক সময়ে তাঁহার শক্তির অবসান ঘটিয়া যায়। ইহার উপর আল্লাহ্ তায়ালা বলিয়াছেন لم يلد و لم يولد —খোদা চিরকাল আছেন এবং চিরকাল থাকিবেন। শুধু তাহারই শক্তির অবসান হয় যে তাহা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করে এবং উত্তরাধিকার সূত্রে তাহা অন্যের নিকট হস্তান্তর করে। কিন্তু খোদা لم يولد হিসাবে আছেন অর্থাৎ তাঁহায় শক্তি উত্তরাধিকার সূত্রে আসে নাই; তেমনি ভাবে و لم يلد অর্থাৎ তাঁহার নিকট হইতে অন্য কেহও উত্তরাধিকার

পাইবে না। সুতরাং তাঁহার শক্তির অবসান ঘটার প্রশ্নই উঠে না। তিনি না কাহারোও পিতা, না পুত্র। না অস্তিত্বে আসার জন্য তিনি কাহারও মুখাপেক্ষী, না তাঁহার স্থলাভিসিক্তরূপে তাঁহার সন্তানের প্রয়োজন। কেননা তিনি অবিনশ্বর।

صمد-এর অর্থ অনাদি এবং অনন্ত। উহাবও একটি প্রমান এখানে এই দেওয়া হইয়াছে যে, নশ্বর বস্তু নিজেদের স্থলাভিষিক্ত রাখিয়া যায় কিন্তু আল্লাহ-তায়ালা তদ্রূপ করেন নাই। কারণ তিনি অবিনশ্বর ও অনন্ত।

একটি প্রণিধান-যোগ্য বিষয় এই যে, لم يلد (লাম-ইয়ালেদ) কথাটি, যাহা আল্লাহ-তায়ালার ابديت অনন্ত ও অবিনশ্বর হওয়া -কে প্রকাশ করে, لم يولد (লাম-ইউলাদ)-এর পূর্বে রাখা হইয়াছে যাহা আল্লাহতয়ালার ازليت (অনাদি হওয়া) প্রমাণ করে, অথচ অনাদি হওয়া প্রথমে হয়। ইহার কারণ এই যে, মানুষ ازليت (অনাদি হওয়া)-এর জ্ঞান ابديت (অনন্ত হওয়া)-এর জ্ঞান দ্বারাই লাভ করে। যেহেতু সমস্ত ইতিহাস ইহার প্রমাণ বহন করে যে, কখনও পৃথিবী আল্লাহতায়ালার কল্যাণ ও সাহায্য হইতে বঞ্চিত হয় না, দ্বিতীয়তঃ ইহাও প্রমাণিত যে, তাঁহার কোন পুত্র নাই, সুতরাং জানা গেল যে, তিনি অনন্ত ও চিরস্থায়ী এবং যিনি অনন্ত ও চিরস্থায়ী, তিনি অবশ্যই অনাদিকাল হইতে আছেনও বটে। কেননা ভবিষ্যতের বিলুপ্তি হইতে একমাত্র সেই সংরক্ষিত থাকিতে পারে, যে পূর্ব কালের জন্ম হইতেও সংরক্ষিত।

ولم يكن له كفوا احد—যদি কোন অস্তিত্ব জন্ম লাভও না করিয়া থাকে এবং পরে তাহা হইতে অন্য কেহ জন্ম না লাভ করে, তাহা হইলে এ সন্দেহ থাকিয়া যায় যে, অনুরূপ অস্তিত্ব আরও থাকিতে পারে। ইহার অপনোদন এখানে করা হইয়াছে। বলা হইতেছে যে, শুধু ইহাই নয় যে, খোদাতায়ালা কাহারও পুত্র নহেন, অথবা তাঁহার কোন পুত্রও নাই; বরং তাঁহার অনুরূপ ও সমতুল্যও কেহ নাই।

খোদাতায়ালার সহিত দুই প্রকার সমকক্ষতা হইতে পারে। প্রথম এই যে, তিনি স্বীয় মোকাম ও মর্যাদা হইতে নিম্নে নামিয়া আসেন এবং মানুষের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যান। ইহার খণ্ডন لم يلد-এর মধ্যে করা হইয়াছে। দ্বিতীয় সম্ভাব্য সমকক্ষতা এই যে, বান্দা কখনও খোদাতায়ালার সমমর্যাদাপূর্ণ হয়। ইহার প্রত্যাখ্যান আলোচ্য আয়াতে করা হইয়াছে—বলা হইয়াছে যে, কেহই কোন সময়ও এরূপ শক্তি লাভ করিতে পারে না যে, সে খোদাতায়ালার كفو সমতুল্য ও সমকক্ষ হইয়া যায়।

احد-এর মধ্যে একথাও বলা হইয়াছে যে, যদিও বান্দা রব্ব, রহমান, রহীম, ইত্যাদি এলাহী সেফাতের ধারক ও বিকাশ-স্থল হইতে পারে, কিন্তু এমন পর্যায়ে কখনও যাইতে পারে না যে, সে আল্লাহ্‌র শরীক হইয়া যায়। যখন তাঁহার কর্মে কোন শরীক নাই, তখন ইহা প্রমাণ হইয়া গেল যে, তিনি কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন।

হাদিস শরীফ

রমযানের রোযা

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

(১০)

রোযা এবং কুরআন মানবের জন্য সুপারিশ করিবে। রোযা বলিবেঃ হে প্রভু! আমি তাহাকে দিবা ভাগে আহারে ও রতিক্রিয়া হইতে বিরত রাখিয়া ছিলাম। অতএব আমাকে তাহার জন্য এক সুপারিশকারী কর। কুরআন বলিবেঃ আমি তাহকে রাত্রের ঘুম হইতে বিরত রাখিয়া ছিলাম। অতএব আমাকে তাহার জন্য এক সুপারিশকারী কর। এই ভাবে উভয়ে তাহার জন্য সুপারিশ করিবে। (বাইহাকী)

(১১)

যে কেহ মিথ্যা আলাপ এবং অনুরূপ কার্য পরিত্যাগ না করে, আল্লাহর প্রয়োজন নাই যে সে পানাহার পরিত্যাগ করে (অথাৎ রোযা রাখে)।

(বোখারী, মোসলেম)

(১২)

কত রোজাদার আছে যাহাদের রোযা হয় না, পরন্তু তাহাদের ক্ষুৎ-পিপাসা সার; এবং কত রাত্রের নামাযী আছে, যাহাদের নামায হয় না, রাত্রি জাগরণ সার। (দায়লামী)

(১৩)

আদম সন্তানের প্রত্যেক পুণ্যকার্যের পুরস্কার উহার দশ হইতে সাত গুণ পর্যন্ত হইবে, আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন, রোযা ব্যতিরেকে। কারণ উহা আমার জন্য এবং আমি স্বয়ং উহার পুরস্কার। সে আমার জন্য রিপু দমন করে এবং আহার পরিহার করে। রোজাদারের দুইটি আনন্দ। একটি হইল রোযা এফতার করার সময় এবং অপরটি হইল প্রভুর সহিত মিলিত হইবার সময়। নিশ্চয় রোজাদারের মুখের (যিকরে এলাহী জনিত) সৌরভ মৃগনাভীর সুগন্ধি অপেক্ষা অধিক প্রিয়। রোযা ঢাল সরূপ। অতএব যখন তোমাদের কেহ রোজা রাখ, মন্দ বাক্য উচ্চারন করিবে না অথবা চেঁচামেচী করিবে না। যদি কেহ তোমাদের গালি দেয় বা মারামারি করিতে আসে, তাহা হইলে বলিও, আমি রোযাদার।

(মুসলিম ও বোখারী)।

(১৪)

যখন রমযান আসিত, অল্লার রসুল (সাঃ) সকল কৃতদাসকে মুক্ত করিতেন এবং সকল সায়েলকে (আবেদনকারী, ভিক্ষুককে) দান করিতেন। (বাইহাকী)।

(১৫)

আল্লাহর রসুল মানব কুলের মধ্যে সেরা দানশীল ছিলেন এবং রমযানে তাহার দান কার্য চরমে পৌঁছিত। (মুসলিম ও বুখারী)।

(১৬)

আল্লাহর রসুল (সাঃ) রোযা অবস্থায় অগনিত বার দাঁত মাজিতেন। (তিরমিযি, আবু দাউদ)

(১৭)

রোযাদার গড়গড়া করিয়া মুখ হইতে পানি ফেলিয়া দিবার পর তাহার মুখে যে পানি থাকিয়া যায়, মুখের লালার সহিত উহা গিলিলে উহাতে কোন ক্ষতি নাই ; তবে কফ গিলিবে না। যদি কেহ কফ সংযুক্ত লালা গিলে, আমি (আল্লাহর রসুল—সাঃ) বলিনা যে, তাহার রোযা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে কিন্তু ইহা করিতে নিষেধ করা যাইতেছে। (বোখারী)।

(১৮)

রোযা অবস্থায় যে ভুলে পানাহার করে সে যেন রোযাকে পূর্ণ করে (অর্থাৎ রোযা না ভাঙ্গে) কারণ আল্লাহ তাহাকে পানাহার করাইয়াছেন। (বোখারী, মোসলেম)।

(১৯)

রোযা অবস্থায় কেহ বমি করিলে উহার জন্য কাযা করিতে হইবে না এবং ইচ্ছা করিয়া বমি করিলে কাযা করিতে হইবে।

(তিরমিযি, এবনে মাজা, আবু দাউদ)।

(২০)

এক ব্যক্তি আল্লাহর রসুল (সাঃ)- কে বলিল : আমার চক্ষে দোষ আছে। আমি কি সুরমা ব্যবহার করিতে পারি ? তিনি উত্তর দিলেন : হঁা। (তিরমিযি)।

(২১)

এক সাহাবী বর্ণনা করিয়াছেন : আমি নিশ্চয় দেখিয়াছি (মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্ত্তী) আরজ (নামক) স্থানে আল্লাহর রসুল (সাঃ) পিপাসা ও উত্তাপে (কাতর হইয়া) তাঁহার মাথায় পানি ঢালিতেছিলেন।

(মালেক, আবু দাউদ)।

(২২)

তিনটি বিষয়ে রোযা ভাঙ্গে না। রক্তক্ষরণ, বমি এবং স্বপ্ন দোষে।

(তিরমিযি)।

(২৩)

আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন যে, আল্লাহর রসুল (সাঃ) রোযা অবস্থায় তাঁহাকে চুম্বন দিতেন এবং আলিঙ্গন করিতেন, তবে তিনি তাঁহার কাম রিপুর উপর তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক সংযম শক্তির অধিকারী ছিলেন। (মোসলেম ও বুখারী)।

(২৪)

আবু হোরাইরা (রাঃ) বলিয়াছেন : এক ব্যক্তি রসুল (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিল, রোযা অবস্থায় (স্ত্রীকে) আলিঙ্গন করা সম্বন্ধে। তিনি তাহাকে অনুমতি দিলেন। আর এক ব্যক্তি আসিয়া তাহাকে একই আবেদন জানাইল। তিনি তাহাকে নিষেধ করিলেন।

যাহাকে তিনি অনুমতি দিয়াছিলেন, সে বৃদ্ধ ছিল এবং যাহাকে তিনি নিষেধ করিয়াছিলেন, সে যুবক ছিল। (আবু দাউদ)

অনুবাদ—মোঃ মোহাম্মাদ

হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর

অমৃত বানী

রোযা-তত্ত্ব

অনুবাদ—মোহাম্মাদ

যদি মানুষ নিষ্ঠা ও পূর্ণ আন্তরিকতার সহিত খোদাতায়ালার নিকট নিবেদন জানায় যে এই (রমযানের) মাসে আমায় বঞ্চিত রাখিও না, তাহা হইলে খোদা তাহাকে বঞ্চিত করেন না এবং এইরূপ অবস্থায় যদি কেহ রমযান মাসে পীড়িত হয়, তাহা হইলে এই পীড়া তাহার জন্য রহমত হইয়া থাকে, কারণ প্রত্যেক আমলের ভিত্তি হইল নিয়ত। মোমেনের কর্তব্য, যেন সে নিজেকে খোদাতায়ালার পথে সাহসী সাব্যস্ত করে। যে ব্যক্তি রোযা হইতে বঞ্চিত হয়, কিন্তু তাহার অন্তরে এই নিয়ত মর্মবেদনার সহিত বিরাজমান থাকে যে, হায় আমি যদি সুস্থ থাকিতাম এবং এ জন্য তাহার অন্তর কাঁদে, তাহা হইলে ফেরেশ্‌তা তাহার জন্য রোযা রাখিবে। তবে শর্ত এই যে সে যদি বাহানা না করে, তাহা হইলে খোদা-তায়ালা তাহাকে সওয়াব হইতে বঞ্চিত করিবেন না। ইহা এক সূক্ষ্ম বিষয় যে (নিজের নফসের শিথিলতার জন্য) যদি কোন ব্যক্তির নিকট রোযা বোঝা স্বরূপ হয় এবং সে মনে করে যে আমি পীড়িত এবং আমার স্বাস্থ্য এমন যে এক ওয়াক্ত খাবার না খাইলে অমুক অমুক উপসর্গ দেখা দিবে এবং নানারূপ কষ্ট হইবে, তাহা হইলে এইরূপ ব্যক্তি যে খোদাতায়ালার নেয়ামতকে নিজের উপর বোঝা মনে করে, কেমন করিয়া সে ঐ সওয়াবের যোগ্য হইবে? হাঁ, ঐ ব্যক্তি যাহার অন্তর ইহাতে আনন্দ অনুভব করে যে রমযান আসিয়া গিয়াছে, আমি ইহার জন্য অপেক্ষামান ছিলাম যে রমযান আসুক এবং আমি রোযা রাখিব কিন্তু অতঃপর সে যদি অসুখের জন্য রোযা রাখিতে না পারে, তাহা হইলে সে আকাশে রোযা হইতে বঞ্চিত নহে। এই দুনিয়ায় অনেকে বাহানা-অন্বেষী এবং মনে করে যে, আমরা যেভাবে দুনিয়ার মানুষকে ধোকা দিই, সেই ভাবে খোদাকেও ধোকা দিব। বাহানা-অন্বেষী নিজের পক্ষ হইতে নিজেই মসলা বানায় এবং কষ্টকল্পনা শামিল করিয়া ওজরগুলিকে সহী সাব্যস্ত করে। কিন্তু খোদার নিকট সে সব সহী নহে। বাহানার দরজা বড়ই প্রশস্ত। মানুষ চাহিলে সারা জীবন বসিয়া নামায পড়িতে পারে এবং রমযানের রোযা একেবারেই না রাখিতে পারে। কিন্তু খোদা তাহার এরাদা এবং নিয়তকে জানেন। যে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা রাখে, খোদা জানেন যে তাহার অন্তরে দরদ আছে এবং খোদা তাহাকে

(২১—এর পৃষ্ঠায় দেখুন)

'খতমে নবুওতের মোকাম'

রবওয়া মোকামে মসজিদে আকসায় ৩০/৩/৭৩ ইং তারিখে

হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) প্রদত্ত

জুমার খুৎবা

[সাপ্তাহিক 'বদর' কাদিয়ান (ভারত ১০/৫/৭৩ ইং হইতে অনুদিত]

অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কাহাকেও মোমেন বলা এবং কাহাকেও কাফের বলা— ইহা দুই প্রকার। যে ব্যক্তি তাহার ঈমান কোন মানুষ, যেমন জায়েদের ফতোয়ার ফলে লাভ করে, তাহার ঈমান ঐ ব্যক্তির কুফরের ফতওয়ার ফলে নষ্ট হইতে পারে এবং হওয়া উচিৎ। কারণ এই জায়েদই তাহাকে মোমেন আখ্যা দিয়াছিল। যদি জায়েদ বকরকে মোমেন বলে এবং বকর বলে যে, জায়েদ তাহাকে মুমেন বলায় সে মোমেন, তবে যদি কোন সময় জায়েদ বকরকে কাফের বলে, তাহা হইলে সে কাফের হইবে। কারণ তাহার ঈমানের উৎপত্তি আল্লাহ্ তায়ালার সত্বা হইতে নহে, জায়েদের ফতোয়ায়। কিন্তু যদি কেহ খোদা হইতে ঈমান লাভ করিয়া থাকে এবং এই সত্য প্রকাশের পর যে,

لاتزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى

[তোমরা চিত্তশুদ্ধির দাবী করিবে না, তিনি জানেন কে ধার্মিক '—অনুবাদক]

যাহাকে খোদা-তায়ালা মুমেন বলেন, খোদার কোন বান্দা তাহাকে সহস্রবার কাফের বলিলেও যে কাফের হয় না। কারণ, সে তাহার ঈমান মানুষের ফতোয়ায় লাভ করে নাই —কোন রাজনৈতিক ক্ষমতার সনদেও না।

হযরত মসিহ্ মওউদ আলাইহেস্ সালামের জীবনের এই ঘটনা বড়ই গুরুত্বপুর্ণ, বড়ই আশ্চর্যজনক, বড়ই মনোজ্ঞ, বড়ই প্রিয়, এবং বড়ই বুনিয়াদি সত্যের বাহক এবং উহা এই যে, তখনও তিনি (আঃ) বয়আত লইবার হুকুম পান নাই, ভারতবর্ষের শীর্ষস্থানীয় দুইশত উলামা তাঁহার (আঃ) প্রতি কুফরের ফতোয়া দিলেন। তাঁহার

গৃহে ২০০ শীর্ষস্থানীয় উলামার ফতোয়া ত ছিল, কিন্তু তাঁহার গৃহে কোন আহমদী ছিল না। কারণ, তখনও তিনি বয়আত লওয়া আরম্ভ করেন নাই। তখনও বয়আত নেওয়ার আদেশ হয় নাই। অতঃপর দেখ, যাহারা প্রথমে ২০০ ছিল, ৮০ বৎসর পরে তাহারা সহস্রে সহস্রে পরিণত হইল। অন্য কথায়, ২০০ ফতোয়া সহস্র সহস্র ফতোয়ার রূপ ধারণ করিল। কিন্তু যিনি একাকী ছিলেন, যাঁহার সঙ্গে প্রথমে কোন আহমদী ছিল না, তাঁহার ধ্বনি যাহা কুরআন করিমের প্রেমে বিলীন, আল্লাহ-তা'লার প্রেমভরা এবং হযরত মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাই ওসাল্লামের প্রেমে ভরপুর সমগ্র বিশ্বে প্রতিধ্বনিত হইল এবং কুফরের যতোয়া ইহার কাছেও যাইতে পারে নাই।

খোদাতায়ালা স্বপ্ন যোগে লোককে শিক্ষা দেন। তিনি তাহাদের মনে মস্তিষ্কে এক বিদ্যুৎ ও আলো সৃষ্টি করেন। ইতিপূর্বেও আমি কয়েকবার বলিয়াছি, এই আলোক স্পর্শেই আফ্রিকার এক বড় অফিসারের মনে ভাবোদয় হয়। তিনি তাঁহার পুত্রকে বলিলেনঃ "আমার অনুমান দশ বছরের মধ্যে আমাদের দেশে আহমদীরা সংখ্যা গরিষ্ঠ হইয়া পরিবে। তখন তুমি বয়াত গ্রহন করিলে কি লাভ? এ জন্য তুমি এখনই যাইয়া বয়াত কর"। ইহা যৌক্তিক কোন দলীল নয়, যুক্তির ফলও নহে। অবশ্য ইহা সুষম দৃষ্টির এক নিশ্চিত ঝলক বটে। আল্লাহতায়ালা তাঁহার মস্তিষ্কে এই কথা নিক্ষেপ করেন এবং তিনি তাঁহার পুত্রকে এই উপদেশ দেন। আরব দেশে এক জায়গায় এক ব্যক্তি তাঁহার বন্ধুগণের সঙ্গে এক আহমদী বন্ধুর সাক্ষাৎ পান। এই আহমদী বন্ধু যখন আহমদীয়ত সম্বন্ধে কথা বলিলেন, তখন তিনি বলিলেনঃ আমার বয়আত গ্রহণ করুন। আমাদের ঐ বন্ধু বলিলেনঃ আপনারা আহমদীয়ত সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। সেলসেলার কোন কেতাব পড়েন নাই। আহমদীয়ত গ্রহণ করিলে পর বড় শোরগোল হয়। পথে কাঁটা ছড়ান হয়। এ কোন পুষ্প-শয্যা নহে যে উহাতে আপনি শয়ন করিবেন। এজন্য প্রথমে আমার নিকট হইতে বই পুস্তক লউন। ঐগুলি পড়ুন। চিন্তা করুন। দোয়া করুন। তারপর দিল খুলিলে পরে বয়আত করিবেন। ঐ ব্যক্তি বলিলেনঃ না। এখনই আমাকে বয়াত লইতে হইবে। ইহার এক কারণ এই যে, আমি বিদেশী। কয়েক বৎসর হয় আমার পিতার ওফাত হইয়াছে। তাঁহার মৃত্যুর সময় যখন ঘনাইয়া আসিল, তখন তিনি সব পুত্রকে ডাকিলেন এবং আমাদিগকে শেষ উপদেশ দিলেন। তিনি বলিলেন যে, খোদাতায়ালা তাঁহাকে জানাইয়াছেনঃ ইমাম মাহদী যাহের হইয়াছেন। পিতা অন্তিম কালীন উপদেশ দেওয়ার সময় অবিরত কাঁদিতেছিলেন এবং বলিতেছিলেন আমি দুর্ভাগা। আমি ইমাম মাহদীকে চিনিতে পারি নাই। আমার এই সৌভাগ্য হয় নাই। আমি তাঁহার ঠিকানা জানি না এজন্য তোমাদিগকে

এই ওসিয়ত করিতেছি যে, তোমরা যখনই ইমাম মাহদীর খবর পাও, তৎক্ষনাৎ বয়আত লইবে এবং তাঁহার জমাআতে দাখিল হইবে।

এখন বলুন, ইহা কি কোন মোবাল্লেগের কাজ? কোন প্রচারকের প্রচার ফল? না! আল্লাহতায়ালার ফেরেশতাহ্‌গণ, যাহারা আকাশ হইতে অবতীর্ণ হন এবং মানব হৃদয়ে পরিবর্তন আনয়নে ব্যপৃত, ইহা তাঁহাদের কাজ। ইহা হইতে থাকিবে। তবু খোদাতায়ালা আমাদিগকে বলিয়াছেন: তোমরা ইসলামের তবলীগ করিতে থাকিবে। আমি তোমাদিগকে সওয়াব দিব। আসলে, এই কাজ খোদার। তিনি ইহা করিতেছেন।

আমি বলিতেছিলাম যে, দুনিয়া জাহানের যাহেরী উলামা হযরত রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাই ও সাল্লামের সর্বাপেক্ষা প্রিয় গৌরবান্বিত পুত্রের উপর কুফরের ফতোয়া দেন। কিন্তু খোদাতায়ালা এই কুফরের ফতোয়া কবুল করেন নাই। তিনি তাহা কবুল করিলে আহমদীয়তকে মিটাইবার জন্য এক ফতোয়া যথেষ্ট ছিল। যদিও আহমদীয়তকে মিটাইবার জন্য সারা দুনিয়া একত্রিত হইয়াছিল, ইসলামের প্রাধান্য লাভের জন্য সংগ্রামের পথে দুনিয়ার দলবলই নয়, দুনিয়ার অর্থরাশি ও লোকের ফতোয়া কোনটাই বাধা জন্মাইতে পারে নাই।

এই অভিযান সতত উন্নতিশীল। ইহা সত্য, কিন্তু বন্ধুগণ কখনও একথা ভুলিবেন না যে, এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আমাদের নিকট হইতে কুরবানী লওয়া হইবে এবং আমাদিগকে তাহা দিতে হইবে। কিন্তু পৃথিবীর কোন শক্তি ইসলামের বিজয় অভিযানকে ব্যর্থ করিতে পারিবে না, পরিবে না, পারিবে না,। ইনশা-আল্লাহ্ ইহা কখনও হইবে না। কারণ খোদার ওয়াদা সত্য। তিনি নিশ্চয় তাঁহার ওয়াদা পূর্ণ করিবেন। ইহা প্রেমের এক মহান রীতি। তবু যেখানে প্রেম বিতরণের প্রশ্ন উঠে, সেখানে কোন কোন শর্ত রাখা হয়। খোদা আমাদিগকে বলিয়াছেন:

'তোমরা কুরবানী দাও' সাধ্যানুসারে আত্মোৎসর্গ কর, ত্যাগ স্বীকার কর, আমাকে প্রেম কর, তোমাদের ক্ষমতা, সর্বশক্তি ও যোগ্যতার দিক্ হইতে। শুধু আমাকে ভয় করিবে। অন্য কহাকে ভয় করিবে না"।

বস্তুত: আহমদীয়তের বিরুদ্ধে সারা দুনিয়া জোট বাঁধিয়াছে। কিন্তু আহমদী কোথায় কাহাকে ভয় করিবে? এখানেও বিরোধিতা, সেখানেও বিরোধিতা। কিন্তু এখানেও এবং সেখানেও সর্বত্র আহমদীয়ত তরক্কী করিতেছে। ইউরোপেও, আমেরিকায়ও, দ্বীপপুঞ্জ গুলিতেও এবং আফ্রিকায়ও; পূর্ব আফ্রিকাতেও, পশ্চিম আফ্রিকাতেও, দক্ষিন আফ্রিকায়ও, উত্তর আমেরিকায়ও আহমদীয়ত সর্বত্র বিস্তার লাভ করিতেছে।

আশ্চার্য অভিজ্ঞতা:

কোন কোন বন্ধু আশ্চর্য, আশ্চর্য ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। আমি পূর্বেও বলিয়াছি, ইরাকের এক বড় আলেম এবং মুতামের-ই আলমে-ই ইসলামীর সভ্য আহমদী ছিলেন। কিন্তু কোন

কোন অবস্থার কারণে কুরআন করীমও কোন কোন অবস্থায় আত্ম-গোপনের অনুমতি দেয়) আমাদের সহিত তাঁহার কোন পরিচয় ছিল না। এক বার যখন তিনি দেশের বাহিরে মুতামেরে আলমে ইসলামীর কোন বৈঠকে শরীক হওয়ার জন্য গিয়াছিলেন, তখন তিনি আমাকে বড়ই পিয়ারের সহিত এক খানি চিঠি লিখিয়াছিলেন যেমন এখানে মুখলেস বন্ধুগণ আমাকে লিখিয়া থাকেন। অথচ তিনি কত দূরে অবস্থিত ছিলেন। তাঁহার সহিত আমাদের পত্রের আদান প্রদান ছিল না। কিন্তু প্রকাশের বাঁধা ধরা কোন বুলি নাই। ইহা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বাহির হইয়া আসে। তাঁহার পত্র পাইয়া আল্লাহ্-তায়ালার বড়ই হাম্‌দ করিলাম।

সেইরূপ, গত বৎসর এক আহমদী বন্ধু তুর্কি গিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত এক তুর্কি সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন: "আহমদীয়া জামাআতের সহিত আপনার সম্পর্ক। আমার বৃদ্ধা মা আহমদী। তিনি অতি বৃদ্ধা বলিয়া হোটেলে আসিতে পারেন না। আপনি গৃহে চলুন। তিনি বড়ই প্রীত হইবেন।" জানি না, সেই বৃদ্ধা কখন হইতে আহমদী! আমরা জানিতাম না যে, তিনি কি প্রকারে আহমদী হইয়াছিলেন, কি অবস্থায় আহ্‌মদী হইয়াছিলেন, তাঁহার নিকট আহ্‌মদিয়তের বার্তা কিরূপে পৌঁছিয়াছিল। আমার মনে হয়, এই প্রকারের বৃদ্ধ লোক হয়ত অনেক ডজন আরও আছেন। আমার আগ্রহ আছে, আমরা চেষ্টাও করিব, তাঁহাদের সহিত যোগাযোগ স্থাপনের। আল্লাহ্-তায়ালা যেন আয়ু দেন! জানিতে চাহি খোদা-তায়ালার ফেরেশতাগন আহমদীয়তের পয়গাম কি কি পথে লোকের নিকট পৌঁছাইয়াছেন এবং এই এই প্রকারে তাঁহাদের হৃদয়ে এক পরিবর্তন আনিয়াছেন।

সার কথা:

সংক্ষেপে বক্তব্য এই যে, হযরত মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম তাঁহার মোকামে মোহাম্মদীয়তে অদ্বিতীয়। তিনি ঐ সময় হইতে আখেরী নবী, যখন আদমের নবুয়তের কথা দূরে যাউক, তিনি জড়-দেহও প্রাপ্ত হন নাই। বস্তুতঃ, সব নবুওতই মোহাম্মাদীয় নবু-ওতের অধীনে লব্ধ। কারণ আল্লাহ্-তায়ালা এই নবুওতের জন্য এবং এই মোকামে মোহাম্মাদীয়তের জন্য সব জগত সৃষ্টি করেন। এই কারণে হযরত ইব্রাহীম আলাইহেস সালাম উচ্চ আধ্যাত্মিকতায় সপ্তম আকাশে পৌছান সত্বেও তাঁহার এ মর্যাদা লাভ যেমন খতমে নবুওতের প্রতিকূলে নহে, সেইরূপ, হযরত আদম আলাইহেস সালামের উচ্চ আধ্যাত্মিকতার মান প্রথম আকাশ পর্যন্ত পৌছা সত্বেও খতমে নবুওতে কোন ব্যাঘাত ঘটাইতেছে না।

হযরত রসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহেস ও সাল্লাম এ পর্যন্তও বলিয়াছেন: আমার (আধ্যাত্মিক পুত্র) উলামাই-ই-বাতেন-যাঁহারা আমার নিকট হইতে কোরআনী জ্ঞান রাশি

লাভ করিয়া কোরআন করীমের শরীয়তকে জীবিত ও আলোকময় রাখিবেন এবং প্রত্যেক শতাব্দীতে আসিতে থাকিবেন, তাঁহারাও ঐ সকল নবীর মত যাঁহাদের কেহ প্রথম আকাশ পর্যন্ত পৌছিয়াছেন, কেহ দ্বিতীয় আকাশ পর্যন্ত, কেহ তৃতীয় আকাশ পর্যন্ত, কেহ চতুর্থ আকাশ পর্যন্ত, কেহ পঞ্চম আকাশ পর্যন্ত, কেহ ষষ্ঠ আকাশ পর্যন্ত, এবং এমন এক জনও জন্ম গ্রহণ করিবেন, যিনি চরম বিনয়, নম্রতাও প্রেমের ঘাটি উত্তীর্ণ হইয়া প্রেমের সর্বোন্নত মর্যাদা লাভ করিবার ফলে সপ্তম আকাশে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পার্শ্বে উপনীত হইবেন এবং সৈয়দ ও মাওলা হযরত মোহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পদতলে স্থান লাভ করিবেন। হযরত ইব্রাহীম আলাইহেস সালাম যেমন আধ্যাত্মিক উন্নতির উচ্চ মর্যাদায় সপ্তম আকাশে পৌছান সত্বেও খতমে নবুওতের বিরোধিতা হয় নাই, তেমনই নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের এই মহিমান্বিত পুত্র সপ্তম আকাশ পর্যন্ত আধ্যাত্মিক উচ্চ মর্যাদা লাভের কারণে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মোহাম্মাদীয়তের মোকামের কোন ব্যতিক্রম ঘটায় না।

দ্বিতীয়ত : এই চিত্র আমাদিগকে মেরাজের এই হকিকত শিক্ষা দেয় যে, কাহারও আধ্যাত্মিক মর্যাদার উচ্চতা সপ্তম আকাশ পর্যন্ত পৌছান সত্বেও খতমে নবুয়তের মোকামে কোনও ব্যতিক্রম ঘটায় না, কারণ আঁ-হযরত (সাঃ)-এর মোকাম উহারও উর্ধে। আমাদিগকে বলা হইয়াছে : আধ্যাত্মিক উচ্চ মর্যাদা লাভের জন্য স্ব স্ব শক্তি অনুযায়ী চেষ্টা কর। আমাদিগকে ত্রই সুসংবাদও দেওয়া হইয়াছে যে, মোহাম্মাদীয় উম্মতে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের এমন এক গৌরবান্বিত পুত্র জন্ম গ্রহন করিবেন, যিনি সপ্তম আকাশ পর্যন্ত পৌছিবেন। তাঁহার মোকাম তবুও হযরত রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পদতলে।

তৃতয়তঃ যে ব্যক্তি মানুষের ফতোয়ায় মোমেন বা ঈমানদার হয়, মানুষের কুফরের ফতোয়া তাহার ঈমানকে ছিন্ন করিতে পারে। কিন্তু খোদা-তায়ালার সুসংবাদ মোতাবেক যে ব্যক্তি ঈমান লাভ করে এবং খোদা-তায়ালার প্রেম প্রাপ্ত হয়, খোদা-তায়ালা ছাড়া অন্য কোন সত্বা তাহার ঈমান ছিন্ন করিতে পারে না, সারা দুনিয়া জোর দিয়াও না।

"হুকুকুল্লাহ" ও "হুকুকুল এবাদ"-এর হৃদয়গ্রাহী ব্যাখ্যা

রবওয়া মোকামে মসজিদে আকসায় ১৩/৪/৭৩ ইং তারিখে

হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ) প্রদত্ত

জুমার খুৎবা

[সাপ্তাহিক 'বদর' কাদিয়ান (ভারত) ১৬/৪/৭৩ ইং হইতে অনুদিত]

অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

> আমাদিগকে মৌলিকভাবে এই আদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, আন্তরিক প্রেম, ভালবাসা ও সহানুভূতি দিয়া মানব জাতির হৃদয় খোদা ও রসুলের উদ্দেশ্য জয় কর। তোমরা এই আদেশকে কখনও ভুলিও না এবং স্মরণ রাখিও যে, মানুষের শত্রুতা ও ঘৃণা-বিদ্বেষ তোমাদের (এই দায়িত্ব পালনের) পথে অন্তরায় হইতে পারে না।

ইসলাম বুনিয়াদীভাবে দুই প্রকারের হক (মৌলিক অধিকার) নির্ধারিত করিয়াছে। একটিকে আমরা 'হুকুকুল্লাহ' (আল্লাহর অধিকার) বলি এবং অপরটিকে 'হুকুকুল-এবাদ' (বান্দাদিগের অধিকার) বলি।

কুরআনে করীম হুকুকুল্লাহকে সুবিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করিয়াছে; হযরত রসুল করীম (সাঃ) ও এই অধিকার সমূহ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষনের সহিত বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর এই জমানায় আঁ-হযরত (সাঃ)-এর মহামহিমান্বিত আধ্যাত্মিক পুত্র হযরত মসিহ মাউদ (আঃ) কুরআন করীম ও হাদিস সমূহের আলোকে আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, হুকুকুল্লাহ কি কি এবং উহা আদায় করা বা পালন করা বলিতে কি বুঝায়?

ইহা একটি সুদীর্ঘ বিষয়-বস্তু। প্রকৃতপক্ষে সমস্ত জগত এই বিষয়ের সহিতই সম্পর্কযুক্ত। তাহা সত্ত্বেও এ বিষয় বস্তুর কয়েকটি কথা এই যে, মানুষ নিজ অস্তিত্ব, শক্তি সমূহ এবং সহজাত ক্ষমতা নিচয় সম্বন্ধে যেন এই দৃঢ় বিশ্বাস রাখে যে, এ সব কিছুকেই আল্লাহ্ তায়ালা সৃষ্টি করিয়াছেন; তাহা ছাড়া খোদা তায়ালার অনুগত হওয়া এবং তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তিতা করা, তাঁহার পূর্ণ ও পরিণত গুণাবলীর মারফত (তত্বজ্ঞান) লাভ করিবার চেষ্টা করা; সৌন্দর্যময় ঐশী গুণাবলীর অনুসরণে তদনুযায়ী নিজেদের জীবনের রূপায়ন করা; আল্লাহ্তায়ালার মহিমাপূর্ণ ও আশীষময় সত্বার উপর তয়াক্কুল করা ও ভরসা রাখা; আল্লাহ্ ভিন্ন সমস্ত বস্তুকে কোন কিছুই মনে না করা; খোদাতায়ালা ছাড়া প্রত্যেক জিনিষকে একটি মৃত কীট ও নিছক অস্তিত্ব-বিহীন বলিয়া জ্ঞান করা। শুধু মুখে, নয়, বরং নিজ কাজ-কর্মে এবং ধ্যান ধারনায়ও আল্লাহ্ ভিন্ন সকল জিনিসকে কোন কিছুই যেন মনে না করা হয়, চায় দুনিয়ার সমস্ত রাষ্ট্র-শক্তিই হউক বা স্বয়ং জাতি-সঙ্ঘই হউক। (জাতি-সঙ্ঘের মধ্যে দুনিয়ার প্রায় সমস্ত রাষ্ট্রের প্রতিনিধির সমাবেশ হয়)। আল্লাহ্তায়ালার মোকাবেলায় দুনিয়ার কোন শক্তি, দুনিয়ার কোন দেশ, দুনিয়ার কোন জামাত বা জাতি এবং দুনিয়ার কোন মস্তিষ্ক কোনও অস্তিত্বের অধিকারী নহে, খোদাতায়ালার মোকাবেলায় প্রত্যেকটি জিনিস অস্তিত্ববিহীন মাত্র। ইহা হইল প্রকৃত তৌহীদ এবং খাঁটী তৌহীদ অনুযায়ী আল্লাহ্ তায়ালার হক আদায় করা।

আল্লাহতায়ালাকে বাস্তবপক্ষে ও প্রকৃতভাবে এক ও অদ্বিতীয় বলিয়া উপলব্ধি করাই তৌহীদ। তাঁহারই ক্ষমতা-মুষ্ঠির মধ্যে সমস্ত সৃষ্টি। সকলের উপর তাঁহারই আদেশ ও কর্তৃত্ব বলবৎ। এতদসত্ত্বেও অন্যায় ধরণের যে কার্য-কলাপ আমরা দেখতে পাই—যেমন, কতক দেশে যেখানে জনগণ নাস্তিক, সেখানে ত্রুটিপূর্ণ কার্য-কলাপ সংঘটিত হইতেছে। ভবিষ্যদ বংশধরদিগকে খোদা হইতে ক্রমশঃ দূরে সরাইয়া দেওয়া হইতেছে। কিন্তু ইহা এজন্য হইতেছে না যে, এই দেশগুলি খোদাতায়ালার বিরুদ্ধে (তাহাদের) বিদ্রোহে সফল হইয়াছে বা হইয়া যাইবে। বরং এইরূপ এজন্য হয় যে, খোদাতায়ালা এই দুনিয়াকে পরীক্ষার দুনিয়ারূপে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং খোদাতায়ালা ইহার অনুমতি দিয়াছেন যে, যদি ইচ্ছা কর, তবে তোমরা বিদ্রোহী হইতে পার। কুরআনে-আজীম বলে যে, যদি খোদাতায়ালা ইচ্ছা করিতেন, তাহা হইলে সকলকে মুসলমানে পরিণত করিয়া দিতেন। যদি আল্লাহতায়ালা তাঁহার আদেশ-ক্ষমতা প্রয়োগ করিতেন ও বলপূর্বক বাধ্যতামূলকভাবে ঈমানে প্রতিষ্ঠিত করিতেন এবং তাঁহার পূর্ণ শক্তির ঐরূপে প্রকাশ ঘটাইতেন, তাহা হইলে কে কাফের, আর কে শয়তান থাকে? ইহার প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু আল্লাহতায়ালা মানুষকে তাঁহার রূহানী (নৈতিক ও আধ্যাত্মিক) উন্নতির উদ্দেশ্যে এই অনুমতি দিয়াছেন যে, সে ইচ্ছা করিলে একটি সীমিত গণ্ডির মধ্যে খোদাতায়ালার

নৈকট্যের পথসমূহ অবলম্বন করিয়া তাঁহার সন্তুষ্টির জান্নাত সমূহকে লাভ করুক, অথবা সে ইচ্ছা করিলে বিদ্রোহ করিতে পারে এবং সেই বিদ্রোহের ফলে সে খোদাতায়ালা হইতে দূরে সরিয়া গিয়া তাঁহার অসন্তুষ্টির জাহান্নামের ইন্ধনে পরিণত হউক।

সুতরাং যাহা বাহ্যতঃ বিদ্রোহ বলিয়া পরিলক্ষিত হয়, উহাও আল্লাহতায়ালার তরফ হইতে দেওয়া অবকাশ ও ক্ষমতার ফলেই সম্ভবপর হইয়া থাকে। অন্যথায় কোন সৃষ্ট জীব এমন নাই এবং না কোন অস্তিত্ব এরূপ আছে যাহা একথা বলে যে, সে নিজস্ব শক্তি ও ক্ষমতা বলে কোন কাজ করিতে পারে অথবা ঐশী পরিকল্পনাকে বানচাল ও ব্যর্থ করিতে পারে। আমরা আল্লাহতায়ালা সম্বন্ধে, তাঁহার সৃজন-শক্তি ও সৃষ্টি সম্বন্ধে এবং হযরত নবী আকরাম (সাঃ)-এর মহা গৌরবান্বিত সত্তা সম্বন্ধে যাহা কিছু শুনিয়াছি, দেখিয়াছি, পাইয়াছি এবং যাহার তত্ত্ব-জ্ঞান আল্লাহতায়ালা কুরআন করীমের কল্যানে আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন, উহার আলোকে ও তদনুসারে কোন মানুষের নিজে নিজে কোন কার্য সম্পাদসের ক্ষমতা রাখা অসম্ভব ব্যপার। প্রত্যেক মানবীয় কাজে আল্লাহতায়ালার অনুমতি বা ইচ্ছা সক্রিয় হইয়া থাকে। হয়ত কোন উন্মাদই একথা যদি বলে তবে বলিতে পারে যে, তাহার অমুক কাজের মধ্যে আল্লাহতায়ালার ক্ষমতা সক্রিয় নাই। অন্যথায়, কোন বিবেক-বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তি তো ইহা কল্পনাও করিতে পারে না। আমি মনে করি, কোন উন্মাদের মস্তিষ্কেও এই (ধরণের) বিকারগ্রস্ত অপবিত্র ভাবধারা (আকিদা) আসিতে পারে না যে, খোদাতায়ালার ইচ্ছার বাহিরে থাকিয়া মানুষ কোন কোন কাজ সম্পাদন করিতে পারে। এতদসত্যেও কতক লোক তৌহীদের প্রকৃত তত্ত্ব বুঝে এবং কতক লোক তাহা বুঝে না—ইহা সতন্ত্র বিষয়।

সুতরাং 'হুকুকুল্লাহ্' (আল্লাহ্‌র প্রতি বান্দার দায়িত্ব) সম্পাদনের এই অর্থ বুঝায় যে, মানুষ যেন নিজেকে কিছু জ্ঞান না করে; প্রত্যেক কল্যানের উৎস আল্লাহতায়ালার সত্তাকে জানে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন কিছু, উহা পার্থিব দিক হইতে যত বড় শক্তিশালীই হউক না কেন, উহাকে নিছক অস্তিত্ববিহীন বলিয়া যেন মনে করে। প্রকারান্তরে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য সব কিছুকে মৃত কীট অপেক্ষাও নিকৃষ্ট জ্ঞান করে। কেননা মৃত কীটেরও তো কিছু অস্তিত্ব আছে, যদিও উহা অতি ক্ষুদ্র ও প্রাণহীন তুচ্ছ বস্তুই হউক না কেন, তবুও উহা একটি অস্তিত্ব। আমাদের নিজেকে উহা অপেক্ষাও তুচ্ছ জ্ঞান করিতে হইবে। ইহা হইল আল্লাহ তায়ালার হক্ এবং ইহা প্রতিপালনের প্রকৃত তত্ত্ব ও তাৎপর্য, যাহা সর্বদা ও সর্বক্ষণ (লক্ষ্যবস্তু হিসাবে) আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে রাখা আবশ্যকীয়।

দ্বিতীয়তঃ 'হুকুকুল-এবাদ—বান্দাগণের হক বা অধিকার এবং উহা প্রতিপালন করার বিষয়। এ সম্বন্ধে আমি একটি বুনিয়াদী কথা আপনাদের অন্তরে প্রবিষ্ট ও প্রতিষ্ঠিত করাইতে চাই। আমি দেখিয়াছি, কোন কোন সময় বেশ ভাল বুদ্ধিমান লোকও বিভ্রান্ত হয়। হুকুকুল-এবাদ সম্বন্ধে বুনিয়াদীভাবে স্মরণ রাখার বিষয় এই যে, খোদাতায়ালার উদ্দেশ্যে মানব জাতির প্রতি সহানুভূতি, আন্তরিক প্রেম ও ভালবাসা প্রদর্শন এবং তাঁহাদের সহিত উত্তম ব্যবহার করা প্রয়োজন। বান্দাগণের হক আদায় করার ব্যাপারে ইহা একটি মৌলিক তত্ত্ব, যদ্দ্বারা মানবজাতির হৃদয় জয় করা যায়। ইহা আমাদের দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালন করা আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক। মানব সেবা অত্যাবশ্যকীয়, যাহাতে আল্লাহ্‌তায়ালার প্রত্যেক বান্দা আল্লাহ-প্রদত্ত তাঁহার সকল সহজাত শক্তির সুষ্ঠু বিকাশ সাধন করিতে পারে, এবং যেহেতু

فطرة الله التي فطر الناس عليها

(الروم ٣١)—আয়াত অনুযায়ী ইসলাম প্রকৃতি সম্মত ধর্ম, সেইহেতু মানব প্রকৃতির সুষ্ঠু ও সঠিক বিকাশের অর্থ এই দাঁড়াইবে যে আমরা মানুষকে তাহাদের শক্তি নিচয়ের যথার্থ বিকাশের মাধ্যমে ইসলামের দিকে আনয়ন করি।

সুতরাং ইহা একটি বুনিয়াদী বিষয়। মানবকুলের সহিত একমাত্র আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে প্রেম ও ভালবাসার মাধ্যমে এবং তাহাদের প্রতি আন্তরিকতাপূর্ণ সেবারল ফলশ্রুতি হিসাবে তাহাদের অন্তর জয় করা যায়। ইহাতে তাহাদের নিজেদেরও উপকার নিহিত রহিয়াছে। যখন আমরা মানবজাতির উপকারার্থে বলি, তখন ইহাই বুঝায় যে, আল্লাহ্‌ তায়ালার সহিত তাহাদের সম্পর্ক কায়েম হউক, কিন্তু যদি নিজেদের অকৃত্রিম ও আন্তরিক চেষ্টা এবং অদম্য পৌরুষোচিত সাহসের দ্বারা কাহারও হৃদয় সাময়িকভাবে জয় করিতে না পারি, তাহা হইলে আল্লাহ্‌ তায়ালার তরফ হইতে তাঁহার বান্দাগণের যে হক (মৌলিক অধিকার) নির্ধারিত করা হইয়াছে, উহা কি পরিবর্তিত হইয়া যাইবে? বস্তুতঃ উহা সকল অবস্থাতেই নিজ জায়গায় কায়েম থাকিবে। যে ব্যক্তির সহিত আপনারা তাহার বিরূপ ও শত্রুতামূলক আচরণ সত্ত্বেও তাহার মঙ্গল ও হিতসাধনের জন্য আন্তরিকভাবে প্রেম ও ভালবাসা সুলভ আচরণ করিয়াছেন, যাহার প্রতিক্রিয়া বা ফল আপনাদের ইচ্ছা ও আশানুযায়ী হয় নাই, আপনার সেইরূপ প্রেম ও ভালবাসাই আন্তরিক ও অকৃত্রিম। কোন একবারের চেষ্টার বিফলতায় চেষ্টা ছাড়িয়া দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে। এই জন্য কোন আহ্‌মদীর একথা বলা যে, আমরা একবার অকৃতকার্য হইয়াছি, এজন্য আমরা আর চেষ্টাই করিব না; অথবা আমরা একশত একবার বিফল হইয়াছি, এখন আমরা আর চেষ্টা করিব না, অথবা আমরা এক হাজার একবার ব্যর্থ হইয়াছি, সুতরাং আর

চেষ্টা করিব না, অথবা এক লক্ষ এক বার আমরা বিফল হইয়াছি, এখন আর আমরা চেষ্টা করিব না, তাহা ঠিক নয়। আমাদিগকে আজীবন আন্তরিকতাপূর্ণ প্রীতি ও ভালবাসা ও উত্তম ব্যবহার এবং সহানুভূতির মাধ্যমে মানবজাতির হৃদয় খোদাতায়ালার উদ্দেশ্যে জয় করার প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইতেই হইবে। এ প্রচেষ্টার ব্যক্তিগত শেষ সীমা এক জনের মৃত্যু। যখন মানুষ মৃত্যু বরণ করে, তখন সে 'পরীক্ষা-গৃহ' হইতে বাহিরে চলিয়া যায়। ইহ-জগতের বাহিরে গেলে সে শাস্তি ও পুরস্কারের জগতে প্রবিষ্ট হয় এবং তখন তাহার উপর হইতে ইহ-জগতের দায়িত্ব-ভার শেষ হইয়া যায়। কিন্তু যতক্ষণ মানুষ জীবিত থাকে, ততক্ষণ তাহার প্রতি খোদাতায়ালার এই বিধিবদ্ধ নির্দেশ যে, যাহাকে তুমি আমার জন্য আন্তরিকভাবে ভালবাস, যাহার প্রতি তুমি আমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সহানুভূতি রাখ, যাহার সহিত তুমি আমার প্রেম ও ভালবাসা হাসিলের জন্য উত্তম ব্যবহার কর, যদি সেই ব্যক্তি যাবতীয় প্রীতি ও ভালবাসা সত্বেও তোমাকে প্রত্যাখ্যান করে, তোমার প্রতি শত্রুতা পোষণ করে, অথবা তোমার নিঃস্বার্থ সেবার সমাদর না করে, তুমি যদি ঐ সব কিছু আমার উদ্দেশ্যেই করিয়া থাক, তাহা হইলে তাহাদের অনাদর ও তাচ্ছিল্যের জন্য পরোওয়া করিবে কেন? তুমি কাজ করিয়া যাও, উহার প্রতিদানে তুমি আমার সন্তুষ্টি ও ভালবাসা লাভ করিতে থাকিবে। আমি 'হুকুকুল-এবাদ' (বান্দাদিগের হক্) আদায় করার ব্যাপারে একটি বুনিয়াদী হুকুম দিয়া রাখিয়াছি। তুমি উহা কখনও ভুলিবে না।

আমরা আল্লাহ্-তায়ালার প্রদত্ত ক্ষমতানুযায়ী সর্বদাই সুব্যবহার করিয়া থাকি। তাহাদের সহিতও সুব্যবহার করি যাহারা আজীবন আমাদিগকে গাল-মন্দ দিতে থাকে। সুতরাং মহিমান্বিত সেলসেলা আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) বলিয়াছেন যে, খোদাতায়ালা আমার প্রকৃতি এমন ভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন যে, যদি কোন ব্যক্তি আসিয়া সকাল হইতে সন্ধ্যা অবধী আমাকে গাল-মন্দ দিতে থাকে, তবুও আমার চেহারায় মলিনতার চিহ্ন মাত্র আসিবে না। ইহা সুস্পষ্ট যে, যে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার উদ্দেশ্যে কাজ করিয়া থাকে, তাহার কর্মপথে বান্দাগণের প্রতিক্রিয়া প্রতিবন্ধক হইতে পারে না। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে কাজ করে না, সে তো আজও ক্ষতিগ্রস্ত হইল ও কালও ক্ষতিগ্রস্ত হইবে এরূপ ব্যক্তিতো আঁধারের জগতে বসবাসকারী।

সুতরাং জামাতে আহ্মদীয়ার সকল ব্যক্তির ইহা বুঝা উচিৎ যে, যদি আমরা কাহারও সহিত সৎব্যবহার করি এবং প্রতি উত্তরে সেই ব্যক্তি যদি আমাদের প্রতি শত্রুতা প্রদর্শণ করে, যদি আমরা কাহারও সহিত প্রেম ও ভালবাসা দেখাই এবং উহার পরিবর্তে যদি সে ঘৃণা দেখায়, যদি আমরা কাহারও সহিত

প্রীতি ও সহানুভূতিসুলভ সম্পর্ক গড়িতে চাই কিন্তু সে যদি উহার পরিবর্তে শত্রুতা ও বিদ্রোহের পথ অবলম্বন করে, তাহা হইলে এতদসত্ত্বেও আল্লাহ্‌তায়ালার এই বুনিয়াদী হুকুমের মধ্যে কোন পরিবর্তন হইতে পারে না যে, আমার বান্দাগণকে ভালবাস, ভালবাসিতে থাক এবং আমার উদ্দেশ্যে তাহাদের হৃদয় জয় কর। এই আদেশ তো নিজ স্থানে অনড় ও অটল ; যদিও এই জগতে আজ এক অবস্থা থাকে, কিন্তু কাল অন্য রকম অবস্থার সৃষ্টি হয়। জমানার অবস্থা পরিবর্তন হইতে থাকে। যদি কোন ব্যক্তি আমার (বা আমাদের) বিরুদ্ধে কোন কাজ করে, তাহা হইলে আমার অন্তরে তাহার জন্য দয়ার উদ্রেক হয় এবং অন্তর হইতে তাহার জন্য দোয়া আসে। আমার নিজের জন্য কোন চিন্তা হয় না কেননা সর্বশক্তিমান খোদা আমার প্রতি সহানুভূতিশীল এবং তিনি আমার সাহায্যকারী।

বড়ই আশ্চার্যপূর্ণ ঘটনা। একজনে বলিয়াছিলেন যে কা'বা গৃহের যিনি মালিক : তিনি নিজে উহার রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। আমার উট হারাইয়া গিয়াছে, আমি তো উহাদের সন্ধানে আছি। ইহার মধ্যে একটি বুনিয়াদি সত্য বর্ণিত হইয়াছে। চার/পাঁচ দিন হইল, কোন এক জনে আমার সহিত এই প্রকারের কথা বলেন। (যদিও মানুষ উদ্বিগ্ন হয়, তবুও কোন আহ্‌মদীর তাহার নিজের মোকাম ছাড়া উচিৎ নয়)। সুতরাং আমি হাসিয়া বলিলাম, 'তা'বীরুর-রো'ইয়া' এর মধ্যে কা'বা-গৃহের তা'বীর জমানার উপস্থিত ইমাম হইয়া থাকে। আমি বলিলাম—কা'বা-গৃহের মালিক নিজেই কা'বা গৃহের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করিবেন ; আমার দুঃশ্চিন্তা উটগুলির জন্য—আমরা তো এদেশে বসবাসকারীগণের ব্যাপারে চিন্তান্বিত, পাছে তোমাদের জন্য অনিষ্টের উপকরণ সৃষ্টি হয়। অতএব ঘাবড়াইবার কোন কারণ নাই, না বিভ্রান্ত হইবার কোন কথা। খোদাতায়ালা আমাদিগকে বলিয়াছেন যে, আমার বান্দাদিগের সহিত সর্বদা উত্তম ব্যবহার করিতে থাক ; আমার বান্দাদিগের প্রতি সহানুভূতিশীল হও, আমার বান্দাদিগের হৃদয় আন্তরিকতাপূর্ণ প্রেম ও ভালবাসার দ্বারা আমার জন্য জয় কর। হুকুকুল-এবাদ (বান্দাগণের হক্) প্রসঙ্গে ইহা একটি বুনিয়াদী হুকুম। আল্লাহ্‌তায়ালার হুকুম বদলায় না ; দুনিয়ার অবস্থা পরিবর্তন হইতে থাকে। এজন্য এই বুনিয়াদী হুকুমও পরিবর্তন হইবে না ; না পূর্বে পরিবর্তন হইয়াছে, আর না এখন পরিবর্তন হইবে। আঁ-হযরত (সাঃ) এর পূর্বে সীমিত আকারে ও সীমিত পদ্ধতীতে আমরা ইহাই দেখিতে পাই. যদিও এই দৃশ্য এত উজ্জ্বল নহে। কেননা রেসালত-রবি (সাঃ) তখনও উদিত হয় নাই। অতঃপর আঁ-হযরত (সাঃ) আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার পবিত্র জীবনের কোন নযীর পাওয়া যায় না। তাঁহার জীবন হইতে বুনিয়াদী ভাবে ইহাই প্রতিভাত হয় যে, তিনি প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তর প্রেম ও ভালবাসার

দ্বারা জয় কর'র প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহর মক্কার জীবন অত্যাচারীত জীবন ছিল, দুঃখ-কষ্টের জীবন ছিল আল্লাহ্ ভিন্ন অন্যের উপাসকরা তাঁহার ভিষণ বিরুদ্ধাচারণ করে। তাহা সত্বেও তিনি সেই সত্যকে ভুলেন নাই এবং তাঁহ'র সাহাবাকেও এ কথাই বলিয়াছেন যে, তোমাদিগের প্রতি প্রেম ও ভালবাসার নির্দ্দেশ রহিয়াছে, তোমাদিগকে মানুষের প্রতি শত্রুতা পোষনের আদেশ দেওয়া হয় নাই। যাহারা তাঁহাকে (সাঃ) এবং তাঁহার সাহাবাকে (রাঃ) আড়াই বৎসর ব্যাপী শে'ব আবীতালেবে অনাহারে রাখিয়া মারার চেষ্টা করিয়াছিল। তিনি তাহাদের কয়েক দিনের ক্ষুধা সহ্য করিতে পারেন নাই। সুতরাং যখন মক্কায় দুর্ভিক্ষ পড়িল, তখন তিনি তাহাদের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করিলেন। এখন চিন্তা করিয়া দেখ, ইহা আঁ-হযরত (সাঃ) এর পবিত্র জীবনের কত সুন্দর দিক যে, আড়াই বৎসর বা তদোপেক্ষা কিছু বেশী কাল পর্যন্ত যাহারা তাঁহাকে ক্ষুদার যন্ত্রনা দিয়া মারার চেষ্টা করিয়াছিল, তিনি তাহাদিগের এক দিনের ক্ষুদার কষ্ট সহ্য করিতে পারিলেন না এবং যত শীঘ্র করা সম্ভব ছিল, তত শীঘ্র তিনি তাহাদের ক্ষুদা নিবারণের জন্য খাদ্য-সামগ্রীর ব্যবস্থা করিলেন। ইহা একটি মহান দৃষ্টান্ত। এ প্রকারের দৃষ্টান্ত দুনিয়ার ইতিহাসে কোথায়ও দেখা যায় না। তাঁহার সাহাবাও (রাঃ) কাহারও সহিত শত্রুতা করেন নাই। তাঁহারা জগতে ছড়াইয়া পড়িলেন। এক দিকে তুরস্ক অতিক্রম করিয়া পোল্যাণ্ড পর্যন্ত চলিয়া গেলেন। অন্য দিকে স্পেনের ভিতর দিয়া যাইয়া ফ্রান্সের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন, ঐ দিকে সাহারা মরুভূমি অতিক্রম করিয়া পশ্চিম আফ্রিকার সমুদ্র কূল পর্যন্ত গিয়া ঠেকিলেন; দীপপুঞ্জ গুলিতে পৌঁছিলেন; সমুদ্রের তরঙ্গরাশী তাঁহাদের পথ রুদ্ধ করিতে পারে নাই, না মরুভূমি ও পাহাড়-পর্বত তাহাদের পথের প্রতিবন্ধক হইতে পারিয়াছে। তাহারা পাহাড়-পর্বত ডিঙ্গাইয়া, মরুভূমি অতিক্রম করিয়া এবং সমুদ্রের মধ্যে দিয়া সাঁতরাইয়া দূর দুরান্ত দেশ গুলিতে পৌঁছিলেন। তাঁহারা নিজেদের সহিত প্রত্যেক জায়গায় মানব জাতির জন্য আঁ-হযরত (সাঃ)-এর প্রেম ও ভালবাসার পয়গাম বহন করিয়া লইয়া গেলেন এবং প্রত্যেক স্থানে তাঁহারা সফলকাম হইলেন। সুতরাং দুনিয়ার ইতিহাস, মানব জাতির ইতিহাস, হযরত আদম (আঃ) হইতে বর্তমান কাল পর্যন্তের ইতিহাস আমাদের নিকট এই সাক্ষ্য প্রদান করে যে, প্রেম ও ভালবাসা কখনও বিফল হয় নাই, ঘৃনা শত্রুতাই বিফল হইয়া আসিয়াছে। আল্লাহ-তায়ালার এই বিধান। আজ নয়, তো কাল, কাল নয়, তো পোরশু অবশেষে প্রেম জয় যুক্ত হইবেই এবং ঘৃনা ও শত্রুতা পরাজিত হইবে।

মোট কথা, যাহাদের অন্তরে আল্লাহ্ তায়ালা তাঁহার বান্দাগণের জন্য প্রেম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহাদের অকৃতকার্যতা কল্পনা করা প্রকৃত পক্ষে মানব-ইতিহাসকে বিস্মৃত করার বা অস্বীকার করার নামান্তর। আমাদের এই সকল বিষয় সর্বদা দৃষ্টির সম্মুখে রাখা উচিত। আমাদিগকে মানব-জাতির প্রতি সহানুভূতির আদেশ দেওয়া হইয়াছে। আমাদিগকে সেই মোকামে খাড়া করা হইয়াছে, যেখানে মানব-ইতিহাসের কোন পর্যায়ে ব্যর্থতা ও অকৃতকার্যতার চিহ্ন পাওয়া যায় না। এই জন্যই হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলিয়াছিলেন যে, আমার প্রকৃতি ও স্বভাবে অকৃতকার্যতার উপকরণ নাই। যাহার প্রকৃতিতে মানবজাতির প্রতি প্রেম ও ভালবাসা থাকে, তাহার প্রকৃতিতে বিফলতা থাকিতেই পারে না। কেননা প্রেম ও ভালবাসা কখনও বিফল হয় নাই। কাজেই যে ধরণের অবস্থাই হউক না কেন, চিন্তা-ভাবনা করার প্রয়োজন নাই। কোন কোন সময় দুই এক জন বন্ধু বা কোন কোন যুবক, অথবা জামাতে নবাগত কোন কোন বন্ধু যাহারা আমাদের ঐতিহ্যসমূহ সম্বন্ধে পূর্ণভাবে অবহিত নহে, তাহারা ঘাবড়াইয়া যায়। যে বন্ধুগণ নিজেদের ঐতিহ্যসমূহ সম্বন্ধে অবহিত, তাহাদিগকে আমার বলিবার প্রয়োজন নাই, এ জন্য যে তাহারা এ বিষয়গুলির জ্ঞান রাখে। সুতরাং পরিস্থিতি যাহাই হউক না কেন, তোমাদের ঘাবড়াইবার প্রয়োজন নাই। তোমাদিগকে বুনিয়াদী ভাবে এই হুকুম দেওয়া হইয়াছে যে, প্রেম ও ভালবাসা এবং সহানুভূতির দ্বারা মানবজাতির হৃদয় তোমাদের রব্ব এবং হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর জন্য জয় কর। ইহা একটি বুনিয়াদী হুকুম; ইহাকে কখনও ভুলিও না! আমাদিগকে খোদাতায়ালা শুভসংবাদ সমূহ দিয়াছেন যে, ইসলামকে আহমদীয়তের দ্বারা বিশ্ব ব্যাপী বিজয় ও প্রাধান্য দেওয়া হইবে। কিন্তু উহা ছাড়া যুক্তগত প্রমান এই যে, দুনিয়ার ইতিহাস আমাদিগের নিকট এমন একটি দৃষ্টান্তও পেশ করে না, যেখানে প্রেম ও ভালবাসা বিফল মনোরথ হইয়াছে এবং ঘৃণা ও শত্রুতা কৃতকার্যতা লাভ করিয়াছে।

আল্লাহ্ তায়ালা আমাদিগকে নিজ অনুগ্রহে জীবনের বাস্তব সত্যসমূহ এবং জগৎ সৃষ্টির তত্ত্বসমূহ উপলব্ধি করার তৌফিক দিন এবং সেই সমস্ত কল্যাণ ও আশীষের আমাদিগকেও উত্তরাধীকারা করুন, যাহা নবী করীম (সাঃ)-এর সাহাবীগণ আমাদের সৈয়েদ ও মৌলা হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর সৌজন্যে লাভ করিয়াছিলেন। আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের জীবন সাচ্ছন্দ্যপূর্ণ ও আনন্দময় করিয়া দিন। আমীন।

[সম্পূর্ণ খোৎবার বঙ্গানুবাদ]।

খুদ্দামের প্রতি

মোহতরম আমীর সাহেবের শুভেচ্ছাবাণী

প্রিয় খুদ্দাম!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

বাঙলাদেশ খুদ্দামের বার্ষিক এজতেমা উপলক্ষে "স্মরণিকা" প্রকাশ করার প্রচেষ্টা এই প্রথম। এতদুপলক্ষে তাঁহারা আমার নিকট কিছু লেখা চাহিয়াছেন। আমি দোয়া করিতেছি আল্লাহতায়ালা তাঁহাদের এই প্রচেষ্টাকে আপন ফযল ও বরকতে ভূষিত করুন ও ফলবতী করুন। আমীন!

প্রকৃত স্মরণের বস্তু হইল পবিত্র কুরআন, যাহা চিরন্তন। আল্লাহ্তায়ালা বলিয়াছেন:

لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون ○

"নিশ্চয় আমরা তোমাদের প্রতি এক কেতাব নাযেল করিয়াছি, যাহাতে তোমাদের জন্য স্মরণীয় বিষয়াবলী রহিয়াছে, তোমরা কি ইহা বুঝিবে না?" (সুরা আম্বিয়া: প্রথম রুকু)। ইসলাম মানব স্বভাবের ধর্ম এবং পবিত্র কুরআন মানবতা প্রতিষ্ঠার গ্রন্থ। পবিত্র কুরআন নিজেকে পড়িতে, বুঝিতে ও আমল করিতে হইবে এবং জগদ্বাসীর মধ্যে ইহার প্রচার করিতে ও ইহার শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। অন্য কথায় মোমেনগণকে জেহাদে আকবর এবং জেহাদে কবীর করিতে হইবে। আত্মশুদ্ধি হইল জেহাদে আকবর এবং মানব জাতির শুদ্ধির প্রচেষ্টা হইল জেহাদে কবীর।

হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) যিনি খুদ্দামের সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন, তিনি খুদ্দামকে যে বুনীয়াদী উপদেশ দিয়াছেন, উহাতে তিনি দুই প্রকারের জেহাদ সম্বন্ধে বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, জাতিসমূহের সংশোধন যুবক গণের সংশোধন ব্যতিরেকে সম্ভবপর নহে।" যুবকগণের সংশোধন হইল জেহাদে আকবর এবং জাতিসমূহের সংশোধনের কাজ হইল জেহাদে কবীর। ইহার সম্পাদন পরম এতায়াত চাহে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্তায়ালা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে এতায়াতের পরম প্রতীক হিসাবে পেশ করিয়াছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন,

اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العلمين ○

"যখন তাহার প্রভু তাহাকে বলিলেন, আত্মসমর্পন কর; তখন সে বলিল, আমি পূর্ব হইতেই বিশ্বের রবের নিকট নিজেকে আত্মসমর্পন

করিয়া আছি"। (সুরা বাকারা-১৬ রুকু)। আমাদের যুবকগণকে ইসলামের খেদমতের জন্য আদেশের পূর্বেই হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর আদর্শে সদা এইভাবে আদেশ পালনের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। এতায়াতের আদর্শে যেন তাহারা এভার রেডি টর্চ স্বরূপ হয়।

ইসলাম স্বভাবের ধর্ম। সুতরাং ইহার শিক্ষা যেন যুবকগণের অস্থিমজ্জাগত হইয়া তাহাদের মধ্যে সুপ্ত ইসলামী স্বভাবকে এমন ভাবে জাগ্রত করিয়া দেয় যে, প্রতি আহমদী যুবককে যেন তাহার কথায়, কাজে, চেহারায়, নমুনায়, আদর্শে ও আমলে চেনা যায়। আহমদীয়তের শিক্ষার রুহ যেন তাহাদের ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত জামাতী জীবনে সূর্যালোকের ন্যায় তাহার দীপ্তি প্রকাশ করে। প্রত্যেক আহমদী যুবকের বৈশিষ্ট যেন তাহার কর্ম ক্ষেত্রকে ঐশী আলোকের বিভায় আলোকিত করে। সে সদা হযরত রসুল আকরাম (সাঃ)-এর প্রদর্শিত পথে অবিচল থাকিবে। সে কাহারও অনুকরণ করিবে না, সে জগতকে আদর্শ দিবে, সে পথ চলিতে ঠোকর খাইবে না, সে ঠোকর খাওয়া ব্যক্তিকে সস্নেহে হাতে ধরিয়া তুলিবে। সে পথের বাঁকে বাঁকে পথ হারাইবে না, সে ভ্রান্তকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবে, সে কখনও পথে ঘুমাইবে না ও পথ হইতে সরিয়া পড়িবে না, সে সদা জাগ্রত ও ক্রীয়াশীল থাকিবে এবং ঘুমান ব্যক্তিকে সে জাগাইবে ও পদস্খলিত ব্যক্তিকে পথে আনিবে এবং ঐশী আলোকে সমুজ্জল সেরাতে মুস্তাকীমের রাজপথে সে সদা প্রেম, শান্তি সমৃদ্ধি, সম্মান ও সাফল্যের সহিত আগাইয়া যাইতে থাকিবে।

বিশ্বের মানব-মণ্ডলীকে সংশোধন করিয়া ভ্রাতৃত্বের এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া আল্লাহ্তায়ালার এবাদতের আসনে একত্রিত করার কাজ খুদ্দামের স্কন্ধে ন্যাস্ত। সদা এই কর্তব্যকে স্মরণ রাখিয়া তাহাদিগকে কাজ করিয়া যাইতে হইবে। বিশ্বে আল্লাহ্তায়ালার এবাদত কায়েম হওয়া তাঁহার অমোঘ বিধান।

وما خلقت الجن والانس الا
ليعبدون ٥

"এবং আমি জিন ও ইনসানকে সৃষ্টি করি নাই, পরন্তু তাহারা (আমার) এবাদত করিবে।" খুদ্দামগণের কাজ প্রচেষ্টা করা। সুনিশ্চিত পরিণাম আল্লাহ্তায়ালার ওয়াদাকৃত। প্রবাদ আছে,

لہو لگا کر شہیدوں میں شامل ہونا

"গায়ে রক্ত লাগাইয়া শহীদগণের সাথে শামিল হওয়া" ইহা যেমন সত্য যে, আমাদের সুমুখে কাজ বিরাট এবং আমরা সংখ্যায় অল্প এবং পথের সম্বল আমাদের এক প্রকার নাই, কিন্তু যে কাজের ভার আমাদের উপর ন্যাস্ত উহা আল্লাহ তায়ালার নিজের কাজ। তিনি কাদের ও কাইউম। তিনি আমাদের সহায়। তিনি বলিয়াছেন,

كم من فئة قليلة غلبت على فئة
كثيرة باذن الله

"কতই না ছোট দল বড় দলের উপর জয়যুক্ত হইয়াছে আল্লাহতায়ালার আদেশে।" (সুরা বকর রুকু-৩৩)

সুতরাং আমাদের যুবকগণের আল্লাহতা'লার উপর বিশ্বাস হইবে অটল, সাহস হইবে অদম্য, প্রচেষ্টা হইবে অক্লান্ত এবং হৃদয় হইবে ঐশী প্রেম এবং মানব দরদে বিগলিত। তাহাদের সাফল্য—সত্য ও সততার বিজয় সুনিশ্চিত।

ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر
ان الارض يرثها عبادى الصالحون

"এবং আমরা জবুরে নির্ধারিত করিয়াছি স্মারক প্রেরণের পর যে আমার সালেহ বান্দাগণ যমীনের ওয়ারীশ হইবে।" [সুরা আম্বিয়া ৭ম রুকু]।

সে দিন দূরে নহে যখন মানবজাতি বিপদরাশী পার হইয়া সুপথ পাইবে এবং সালেহ বান্দাগণ পৃথিবীর ওয়ারীশ হইবে। অতএব বন্ধুগণ আপনারা স্বয়ং সালেহ হউন এবং মানব জাতিকে সালেহ করুন এবং আল্লাহ্ তায়ালার দ্বারা প্রতিশ্রুত এই পৃথিবীর উত্তরাধিকার লাভ করুন। আল্লাহ্ তায়ালা আপনাদের সর্বময় কল্যান করুন এবং আপনাদিগকে সফলতা দিন।

আমীন!

আমি আহমদী যুবকগণকে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর আহ্বানবাণী শুনাইয়া আমার কথা শেষ করিতেছি।

হে যুবকগণ! সচেষ্ট হও যেন শক্তির সৃষ্টি হয়; ধর্মের বাগানে যেন বসন্ত ও সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়। অপরিণাম দর্শীগণের মধ্য হইতে যেন ভণ্ডামি ও বিভেদ দূরীভূত হয়, যেন পরম একতা, বন্ধুত্ব ও প্রণয়ের সৃষ্টি হয়॥

চেষ্টার দৃঢ় সংকল্প হও, কারণ প্রভুর দরবার হইতে সত্য ধর্মের সাহায্যকারীদের জন্য সাহায্য নামিয়া আসে॥

তোমার হস্ত দ্বারা যেন প্রাণ ঢালা খেদমত হয়, খেদমতের ফলে যদি এ শরবতের সৃষ্টি হয়, তাহা হইলে অমরত্ব পাইবে॥

হে ভ্রাতঃ! সাহায্যের এই পুরুস্কার বিনামূল্যে দেওয়া হয়,
জানিও ইহা আকাশের লিখন, যেমন করিয়া হউক হইবেই।

(তুররেসামীন)
ওয়াস সালাম
খাকসার
মোহাম্মদ
আমীর জামাতে আহমদীয়া
বাংলাদেশ।

[স্মরণিকা '৭৩ হইতে পুন্য প্রকাশিত]

অমৃত বাণীর অবশিষ্টাংশ

(৫-এর পৃষ্ঠার পর)

(প্রাপ্য) সওয়াবের অতিরিক্ত দিয়া থাকেন। কারণ অন্তরের বেদনা এক সম্মানযোগ্য বিষয়। বাহানাকারী মানুষ ব্যাখ্যার উপর ভরসা করে, কিন্তু খোদার নিকট ব্যাখ্যার কোন মূল্য নাই। যখন আমি ছয় মাস রোযা রাখিয়াছিলাম তখন একবার একদল নবী (কাশফে) আমার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন এবং তাহারা বলিয়াছিলেন, তুমি কেন নিজেকে এরূপ কষ্টে ফেলিয়াছ। ইহা হইতে বাহির হও। এইভাবে মানুষ যখন নিজেকে খোদার জন্য কষ্টে ফেলে, তখন তিনি স্বয়ং মা-বাপের ন্যায় রহম করিয়া তাহাকে বলেন, তুমি কেন কষ্টে পাড়িয়া আছ।

(বদর, ১২ই ডিসেম্বর ১৯০২ ইং)

দ্বিতীয় দিবসের কর্মসূচীর মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখযোগ্য :—(ক) বিভিন্ন মজলিসের কায়েদগণের আলোচনায় অংশ গ্রহণ, (খ) বক্তৃতা প্রতিযোগীতা, (গ) শিক্ষামূলক প্রশ্ন ও উত্তর, (ঘ) তরবীয়তী বক্তৃতা। উভয় দিনে বিভিন্ন বিষয়ে তরবিয়তী বক্তৃতায় অংশ গ্রহণ করেন সদর মুরুব্বী মৌলবী আহমদ সাদেক মাহমুদ, নায়েব আমীর মোহতরম ডঃ আবদুস সামাদ খান চৌধুরী সাহেব, ঢাকা জামাতের আমীর জনাব মকবুল আহমদ খান সাহেব, সদর মজলীসে-মূলক জনাব খলিলুর রহমান ও নায়েব সদর মজলিস জনাব শাহ মুস্তাফিজুর রহমান সাহেব। ইজতেমা শেষে বিভিন্ন প্রতিযোগীতার জন্য পুরস্কার বিতরণ করেন জনাব মৌলবী মোহাম্মাদ সাহেব, আমীর বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া।

কেন্দ্রীয় তরবিয়তী ক্লাশ অনুষ্ঠিত

আল্লাহর রহমত ও ফজলে বাংলাদেশ মজলীসে খুদ্দামুল আহমদীয়ার তত্ত্বাবোধানে গত ১৪শে সেপ্টেম্বর হইতে সপ্তাহব্যাপী তালীম ও তরবিয়তী ক্লাশ আরম্ভ হইয়াছে এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত এই ক্লাশের প্রোগ্রাম চলিতেছিল। ইজতেম ও তরবিয়তী ক্লাশ সমন্ধে বিস্তারিত খবর আগামী সংখ্যায় দেওয়া হইবে (ইনশাল্লাতালা)। ইজতেমা উপলক্ষে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হইয়াছে। বন্ধুগন মজলিস হইতে তাহা সংগ্রহ করিতে পারেন।

মাহে রমযানের কর্ত্তব্য

পবিত্র রমজান মাস আরম্ভ হইয়াছে, এই বরকতের মাস হইতে সকলেই যাহাতে বেশী হইতে বেশী ফায়দা হাসিল করিতে পারেন সেজন্য তৎপর হওয়া উচিৎ। এই মহামান্বিত মাসেই কুরআন শরীফ অবতীর্ণ হয়। হযরত নবী করীম (সাঃ) রমজানে খুব বেশী করিয়া প্রত্যেক নেক কাজের উপর জোর দিতেন। দোয়া, এস্তেগফার, দরুদ, নফল এবাদত ও দান খয়রাতের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার জন্য হুজুর (সাঃ) এরশাদ ফরমাইয়াছেন। রমযানে দোয়ার কবুলিয়তের এক উৎকৃষ্ট সময়।

সমস্ত মুরুব্বী মোয়াল্লেম ও জামাতের ওহদাফারদের অনুরোধ করা যাইতেছে তাঁহারা যেন নিজ নিজ এলাকায় দরসে-কুরআন, সম্মিলিত দোয়া ও এফতারী, জামাতে নামাজ, তারাবীহ, ও তাহাজ্জুদ নামাজ ইত্যাদির বাকায়দা ইন্তেজাম করেন ও কেন্দ্রীয় অফিসে রিপোর্ট প্রেরণ করেন।

রমজানের শেষ দশ দিন বিশেষ বরকতের সময়। হযরত রসুল করীম (সাঃ) এর নির্দেশানুযায়ী যাহাতে অধিক সংখ্যক ভ্রাতৃবৃন্দ ইতেকাফে বসেন সেই দিকেও বন্ধুদের উৎসাহিত করা প্রয়োজন।

ফেৎরানা :

মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) ইরশাদ ফরমাইয়াছেন যে গরীব ধনী নির্বিশেষে সকলেই যেন ঈদের খুশিতে শরীক হইতে পারেন তজ্জন্য ঈদুল ফিতরের পূর্বেই সকলের

পক্ষ হইতে ফিৎরানা আদায় হওয়া প্রয়োজন। অদায়কৃত ফিৎরানার ৯০% স্থানীয় নেজামের ইন্তেজামে গরীব মিসকিনদের মধ্যে বিতরণের জন্য রাখিয়া বাকী ১০% অবশ্যই কেন্দ্রিয় অফিসে পাঠাইতে হইবে, যাহাতে বিভিন্ন এলাকার গরীব মোস্তাহেকদের মধ্যে মরকজের নেগরানিতে দেওয়া যাইতে পারে। যে জামাতে ফিৎরানা বিতরনের কোন প্রাপক না থাকে সেখান হইতে আদায়কৃত ফেৎরানার সম্যক টাকা কেন্দ্রীয় অফিসে প্রেরন করিবেন। ফিৎরানার হার চাউলের সরকারী কণ্ট্রোল রেট ধরিয়া পুরা ৩.০০ টাকা এবং অর্ধেক ১.৫০ টাকা ধার্য করা গেল।

শুভ বিবাহ

সুন্দর বন জামাতের (যতিন্দ্র নগর) নিবাসী মৌঃ বিলায়েত আলী সরদারের প্রথম পুত্র এস, এম, আবু বাকার সিদ্দীকের সহিত মৌঃ আরজদ্দীন গাজীর কন্যা মিস সুফিয়া বেগমের এক হাজার এক টাকা দেন মোহর ধার্যে গত ১৭ই ভাদ্র ১৩৮০ সাল শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে।

সকল ভ্রাতা ও ভগ্নি দোয়া করিবেন যেন আল্লাহতায়ালা এই বিবাহ বাবরকত করেন।

আমীন।

যাহারা খোদাতায়লার হইয়া যায়, খোদাতায়ালা তাহাদের আশ্রয়দাতা হইয়া থাকেন। অতএব খোদাতায়ালার দিকে এস এবং তাঁহার প্রতি প্রত্যেক বিরোধভাব পরিহার কর, এবং তাঁহার প্রতি কর্তব্য সম্পাদনে শৈথিল্য করিও না। এবং তাঁহার বান্দাগণের প্রতি মুখ হস্ত দ্বারা জুলুম করিও না, এবং স্বর্গীয় কোপ ও রোষকে ভয় করিতে থাক; ইহাই নাজাত বা মুক্তি লাভের পথ। [কিস্‌তিয়ে নুহ]

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

আজিকার ধর্মহারা অশান্ত পৃথিবীকে পুনরায় শান্তিময় ধর্মের পথে আহ্বানকারী—হযরত ইমাম মাহদী (আ:)-এর, তাঁর পবিত্রাত্মা খলিফাগণের ও তাঁর পূণ্যাত্মা অনুসারীগণের লেখা পাঠ করুন :—

The Introduction to the Comentary of the Holy Qur'an		Tk.	8.00
The Philosophy of the Teachings of Islam	Hazrat Ahmed (P.)	,,	2.00
Jesus in India	,,	,,	2.50
Ahmadiat—The True Islam	Hazrat Mosleh Maood (R)	,,	8.00
Invitation to Ahmadiyat	,,	,,	8.00
The New World Order	,,	,,	3.00
The Economic Structure of Islamic Society	,,	,,	2.50
Islam and Communism	Hazrat Mirza Bashir Ahmed (R)	,,	0 62
The Preaching of Islam	Mirza Mubarak Ahmed	,,	0.50
কিশতিয়ে নূহ	হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ	টাকা	১.২৫
শান্তির বর্ত্তা	,,	,,	১.০০
ধর্মের নামে রক্তপাত	মির্যা তাহের আহ্‌মদ	,,	২.০০
আল্লাহতায়ালার অস্তিত্ব	মৌলবী মোহাম্মদ	,,	১.০০
ইসলামেই নবুয়াত	,,	,,	০.৫০
ওফাতে ঈসা	,,	,,	০.৫০

ইহা ছাড়া :—

বিভিন্ন ধর্ম ও মতবাদের উপরে লিখিত নানাবিধ পুস্তক ও গ্রন্থসমূহ এবং বিনামূল্যে দেয়ার মত অসংখ্য পুস্তক পুস্তিকা ও প্রচার পত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া

৪ নং বক্সি বাজার রোড, ঢাকা—১

Published & Printed by Md. F. K. Mollah at Ahmadiyya Art Press,
for the Proprietors, Bangladesh Anjuman-e-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.